FEB 15 2001
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম .. ৬.....

দৈনিক সংবাদ

একজন উপাচার্য এবং বুদ্ধিজীবীদের কসরত

দেশের বহু নাগরিকের মতই সাম্প্রতিক সময়ে আমার কয়েকজন সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করছে। স্বাভাবিক-ভাবে পত্রপত্রিকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত খবরাখবর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এর মধ্যে গত অক্টোবর মাস থেকে- গত প্রায় তিন মাস যাবৎ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে দুটি সংবাদপত্র—জনকণ্ঠ ও ইনকিলাব-এ ক্রমাগত যা লেখা হয়েছে সূক্ষ্মভাবে সে সমস্ত বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলা উচিত, এ ইস্যুতে আদর্শিকভাবে বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত এ পত্রিকা দুটি ঐতিহাসিকভাবে ঐকমত্যে পৌঁচেছে। বিষয়টি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাকে যেমন হতবিহ্বল করেছে তেমনি চমৎকৃত করেছে। এর কারণ হচ্ছে প্রফেসর ভট্টাচার্যের মধ্যে উভয়েই ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছে। তবে পত্রিকাসমূহে প্রফেসর ভট্টাচার্যের ক্যারিয়ারের মূল দুর্বলতা বলে যা প্রচার করা হচ্ছে তা হলো—তার শিক্ষাগত যোগ্যতার একাধিক তৃতীয় শ্রেণী রয়েছে। এ তথ্যটি জনগণের জানার কথা নয়। তারাই জানবেন যারা এ ধরনের তথ্য সংবাদপত্রে সরবরাহ করেছেন। আর এরা অবশ্যই প্রফেসর ভাট্টাচার্যের পূর্বতন কর্মস্থলের, অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী এবং হয়তো বা অতীব ঘনিষ্ঠ। এখানে লক্ষ করা প্রয়োজন যে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে পরিচিত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এখনও বেশকিছু তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত প্রফেসর রয়েছেন, অতীতে কয়েকজন উপাচার্য যে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত ছিলেন না তা বলা যাবে না। তথ্য ভুল হলে খুশি হবো। তবে সমস্যা এখানে নয়, সমস্যা হলো প্রফেসর হওয়ার আগে ভট্টাচার্য প্রভাষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন, তখন তো তার তৃতীয় শ্রেণী বা নিয়োগ নিয়ে কেউ কিছু বলেননি। তারপর বিধি মোতাবেক নিশ্চয়ই তিনি সহকারী অধ্যাপক পদে প্রমোশন পেয়েছেন, উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সচেতন ছুটি দিয়েছে, তিনি উচ্চ শিক্ষা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন, পরবর্তীতে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। পরিশেষে তিনি প্রফেসর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় ৩০ বছর তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আসেনি, বরং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত ও প্রশাসনিক পদে কাজ করেছেন। তবে উপাচার্য হওয়া মাত্র তিনি কেন ও কোন্ যুক্তিতে এ পদের জন্য অযোগ্য বা বিতর্কিত হবেন? এ দেশে কি ইতিপূর্বে কোন উপাচার্য তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত ছিলেন না?

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। উপাচার্য হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট বা দেশের সংবিধানে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে? না থাকলে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ভট্টাচার্যের দীর্ঘ শিক্ষকতার পটভূমিকায় বলা যেতে পারে, নিশ্চয়ই তার অন্য কোন যোগ্যতা বা প্লাস পয়েন্ট আছে যার জন্য সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দান করেছেন। পত্রপত্রিকাসমূহ এ প্লাস পয়েন্ট আমার মত পাঠকদের জ্ঞানালে তাদের সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে নিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। এমনকি এ পত্রপত্রিকাসমূহ এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের পূর্বে প্রফেসর ভট্টাচার্যের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না।

তাহলে তৃতীয় প্রশ্ন এখন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। এ সমস্ত খবরাখবর প্রকাশের পেছনে নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল বা আছে। তারা কারা? আমরা শুনেছি যে, এক প্রাক্তন উপ-উপাচার্য উপাচার্য হওয়ার জন্য উৎসাহী ছিলেন। তিনি একজন প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী এবং জনকণ্ঠের নিয়মিত কলাম লেখক (তার কথায় লেখক-শিক্ষক)। প্রফেসর ভট্টাচার্য অক্টোবরে উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই কর্মকাল পূরণ না করেই তিনি দীর্ঘ ছুটিতে চলে যান এবং পরবর্তীকালে তিনি তার পূর্ব পদে যোগদান করেননি। অর্থাৎ এ বুদ্ধিজীবীর মনোকষ্টকে প্রফেসর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের একটা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক উচ্চাভিলাষি বুদ্ধিজীবী শিক্ষকের ভূমিকাও যুক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আবার মূল ইস্যুতে ফিরে আসা যাক। মনে করি, উপরোক্ত পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের মতে, প্রফেসর ভট্টাচার্য তার শিক্ষা জীবনে তৃতীয় শ্রেণী পদের জন্য উপাচার্য হওয়ার অযোগ্য। তাহলে উচ্চ শিক্ষার যোগ্যতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী উপাচার্য এবং লেখক-শিক্ষক উপ-উপাচার্য তাদের কর্মকালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন? তারা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি সীমাহীন নৈরাজ্যের মধ্যে ফেলে রেখে গেছেন। গত কয়েক বছরে পত্রপত্রিকার রিপোর্ট থেকে এর সত্যতা মিলবে। তদুপরি, নতুন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য গত অক্টোবরে নিয়োগের পর পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কি পরিস্থিতি পেলেন? নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১৬৭ জনের গণপদোন্নতি; প্রায় ৬০ জনের একটি নির্দিষ্ট তারিখে নিয়োগ এবং প্রায় ৫০ জনের মত কর্মচারীর নিয়োগপত্র প্রদান সত্ত্বেও তাদের যোগদানপত্র গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা। এমন ছাড়াও পরীক্ষা, কলেজ পরিদর্শন, অধিভুক্তিতে সীমাহীন দুর্নীতি পূর্বতন কর্তৃপক্ষই পরিচর্যা করে গেছেন। নতুন উপাচার্য যখন এ সমস্ত বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন, বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন, তখনই গত মাসের শেষদিকে এক ছুটির দিনে হাজার দুয়েক ফাইল অসাধু কর্মচারীরা পুড়িয়ে দেয়। এ সমস্ত ঘটনাও যথার্থ মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। অতএব, পত্রপত্রিকা কর্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন, তারা যেন নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক সংবাদ পরিবেশন করেন। জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত একটি ব্যাপক পরিধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি সুফল বয়ে আনবে। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা একটি গণমাধ্যমের ভূমিকা হওয়া উচিত নয়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির শিকার হতে চাই না।

মো. নরুজ্জামান স্বাধীন
হাদীর মোড়, তালাইমারী
রাজশাহী।